আমার সোনার বাংলা মানে অবিভক্ত বাংলা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে ইতিহাসের পরিহাস

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বাংলা কোন বাংলা? বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন আসলে কোন বাংলার গান গাইছে? বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোর প্রারম্ভে কোন গানটি বাজানো হচ্ছে? এই প্রশ্ন কয়টি অনেকের মনে বিশেষ করে বর্তমান ৫৬ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মনে একটা আন্দোলন তৈরি করতে পারে। কারণ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস' উক্ত বিষয়ে চলতি মাসে একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছে।

পত্রিকাটির গত ৩শরা অক্টোবর সংখ্যায় সামন্ত সুব্রমনিয়াম দেশ ভাগের আগে দেশভাগ শীর্ষক নিবন্ধে তথ্য দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে পশ্চিমবঙ্গ করেছেন। এখন থেকে আর বাংলা পশ্চিমবঙ্গকে ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখা যাবেনা। পশ্চিমবঙ্গের নাম ইংরেজিতেও পশ্চিমবঙ্গ লিখতে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখার রীতি আসলে ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা। বৃটিশ ভারত ছেড়েছে ১৯৪৭ সালে। তবে অবিভক্ত বাংলা দুভাগ হয়েছিল আরো আগে, অর্থাৎ ১৯০৫ সালে। ওই সময়ে অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। সেই বাংলা আয়তনে ছিল বর্তমান ফ্রান্সের সমান। ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি ভেবেছিলেন এতবড় বাংলাকে শাসন করা ও সামলানো বেশ কঠিন। তিনি তাই বাংলাকে ভাগ করার প্রথম পরিকল্পনা করেন। বৃটিশদের যে মূল নীতি 'ভাগ করো ও শাসন করো' তার সঙ্গে লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা বেশ খাপ খায়। ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ এইচ রিজলি লিখলেন, যুক্ত বেঙ্গল একটি শক্তি। এটা ভাগ করলে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী প্রতিপক্ষকে ভাগ করা হলে তারা দুর্বল হবে। লর্ড কার্জনের মনে এই সুপারিশটি বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভাইসরয় কার্জন সেক্রেটারি ফর স্টেট অব ইন্ডিয়া জন ব্রডলিকের কাছে লিখলেন, কলকাতা হলো কংগ্রেসের ঘাঁটি। এখান থেকে তারা সমগ্র বাংলা এমনকি গোটা ভারত পরিচালনা করে থাকে। আইনজীবী শ্রেনী খুবই শক্তিশালী। এখন যদি বাংলা ভাগ করা হয় তাহলে তাদের দাপট কমে যাবে। এটা করলে প্রথম-প্রথম ওরা প্রচন্ড চিৎকার-চেঁচামেচি করবে। তবে আমাকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছেন, বাংলার লোক (বাঙ্গালীরা) কোন কিছু নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনেক হৈচৈ করে। এরপর তারা থেমে যায়, এবং মেনেও নেয়। তার পর-পরই বাংলা সত্যি ভাগ হলো।

সুব্রামনিয়ম এরপর লিখেছেন, বাংলাকে এভাবে ভাগ করা হলো যাতে ইষ্ট বেঙ্গলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিমরা একত্রিত হতে পারে। তারা ভাগ হয়ে প্রথমেই তাদের শোষন-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। বৃটিশরা দরিদ্র মুসলিমদের অনুভূতিকে মোক্ষম কাজে লাগালো এবং তা নিয়ে খেললো। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে কার্জন ঢাকায় বলেছিলেন, ইষ্ট বেঙ্গল হওয়ার ফলে মুসলমানেরা এমন এক ঐক্যের স্বাদ পাবে যেটা তারা বহু আগে যখন মুসলমান রাজা-বাদশার আমলে পেয়েছিলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হলো। আনন্দবাজার পত্রিকা পরদিন সম্পাদকীয় লিখেছিল, 'কোলকাতার জনগন এদিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করবে।'

এই দেশভাগ বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল। এর আগে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তিনি লিখেছিলেন বাংলার মাটি, বাংলার জল এবং আমার সোনার বাংলা কবিতা দু'টি। তখনও বাংলা ভাগের ঘোষণা আসেনি।

কলকাতা শহরে প্রথম বাংলা ভাগের প্রতিবাদ হিসেবে আমার সোনার বাংলা গানটি গাওয়া হয়েছিল। ১৯১১ সালে দুই বাংলা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল তবে তা ১৯৪৭ সালে পুনরায় ভাগ হওয়ার জন্যে। নিউ ইর্য়ক টাইমসের ওই নিবন্ধের শেষ বাক্যঃ ইতিহাসের অনেক পরিহাস। তবে বঙ্গের অন্যতম পরিহাস হলো - ১৯৭১ সালে ইষ্ট বেঙ্গাল স্বাধীনতা পেল আর তারা কিনা তাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে বেছে নিলো আমার সোনার বাংলার প্রথম দশ লাইন। সেটি ছিল রবীন্দ্রনাথের এমন একটি কবিতা, যা অবিভক্ত বাংলার চেতনায় অনুপ্রানিত।

অনুবাদ ও বিশ্লেষণঃ বনি আমিন, ১৬/১০/২০১১

ইংরেজীতে মুল প্রতিবেদনটি পড়তে এখানে টোকা-মারুন

উপরে অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র। পুরুলীয়া (ঝাড়খন্ড প্রদেশ), দিনাজপুরের একাংশ (বিহার প্রদেশ). কোচবীহার এবং সিলেট জেলা (আসাম প্রদেশ) বাংলার অংশ ছিলনা।